Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা আক্তার
216021208

তারিখঃ ১৯ মে, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা আক্তার
216021208

ত্বত্তাবধায়নেঃ

উস্তাদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতিমা আক্তার, আইডিঃ '216021208' বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম
ডিপার্টমেন্ট
প্রতিষ্ঠান

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে,"পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

ফাতিমা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ
১৯ মে, ২০২৪ ইং

ফাতিমা আক্তার

আইডিঃ 216021208
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

<u>সূচিপত্র</u>

ভুমিকা ---৬

পিতামাতার মর্যাদা --৭

মায়ের বিশেষ মর্যাদা ---৮

মাতার মর্যাদা ৩ গুন বেশী---৯

শেষ বয়সে পিতামাতার সঙ্গ দেয়া --১১

অমুসলিম পিতামাতার সেবা করা ---১২

পিতামাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম --১৩

পিতামতার সেবা করার কতিপয় উদাহরন --১৫

হযরত ইবরাহীম আঃ এর উদাহরন --১৫

হযরত ঈসা আঃ এর উদাহরন ---১৬

পিতামাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করনীয়--১৭

সন্তানের প্রার্থনার কারনে পিতামাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় -----------------------১৮

পিতামাতার সাথে অসদাচরনের ভয়াবহ পরিনতি ---১৯

দুনিয়ায় ভয়াবহ পরিনতি ---১৯

পরকালে ভয়াবহ পরিনতি --২০

পিতামাতাকে গালি দেয়া --২১

পিতামাতাকে অস্বীকার করা--২২

পিতামাতার প্রতিদান --২৪

অমুসলিম পিতামাতার প্রতি করনীয়--২৬

উপসংহার --৩০

ভূমিকা

সন্তান যেমন পিতামাতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার, তেমনি পিতামাতা সন্তানের জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। দুজন বিশ্বস্ত মানুষ বহুদিন পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্য একজন মানুষকে তিলেতিলে বড় করে তোলে। যার জন্য এত ত্যাগ, কষ্ট ও এত ভালোবাসা, সে হল সন্তান। আর অপর দুজন নিঃস্বার্থ মানুষের পরিচয় পিতা ও মাতা। গর্ভ থেকে শুরু করে মা যেমন আপন সন্তানকে বহু কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বড় করে তুলতে সাহায্য করেন, তেমনি পিতাও সর্বোচ্চ শ্রম ঢেলে স্ত্রী-সন্তানের ভরন-পোষন নির্বাহের কঠিন দায়িত্ব নিজের কাধে তুলে নেন। সেজন্য পৃথিবীতে সন্তানের নিকট পিতামাতার সম্মান ও মর্যাদা সবার উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক, আর পিতামাতা হলেন সন্তানদের ইহকালীন জীবনের অভিভাবক।

সুতরাং, সন্তানদের কাজ হলো আল্লাহ তা’আলার যাবতীয় হুকুম আহকাম পালনের সাথে সাথে পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা।

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যাতীত সকল সৃষ্টি পিতামাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যাতীত জন্মগ্রহন করেছেন। তাই ইসলামী শরীয়াতে পিতামাতাকে অপরীসিম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরপরই পিতামাতার প্রতি সদাচারন করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ নিষেধ শরীয়াত বিরোধী না হলে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,

وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشۡرِكُوۡا بِهٖ شَيۡـــًٔا ‌ؕ وَّبِالۡوَالِدَيۡنِ اِحۡسَانًا وَّبِذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَتٰمٰى وَ الۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡجَـارِ ذِى الۡقُرۡبٰى وَالۡجَـارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالۡجَـنۡۢبِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ۙ وَمَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنۡ كَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا ۙ

অনুবাদঃ তোমরা আল্লাহর ‘ইবাদাত কর, কিছুকেই তাঁর শরীক করো না এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেন না, যে অহংকারী, দাম্ভিক।

(সূরা নিসা, আয়াত ৩৬)

মায়ের বিশেষ মর্যাদা

<u>পিতার উপর মায়ের অগ্রাধীকারঃ</u>

পিতামাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। কেননা মর্যাদার দিক থেকে কোনো ক্ষেত্রে পিতা অগ্রগামী আবার কোনো ক্ষেত্রে মাতা। ঠিক পরীক্ষার মত পিতা অংকে ভালো তো মা ইংরেজীতে, আবার পিতা হাদীসে ভালো তো মা কুরআনে। তবে গর্ভধারন, সন্তান জন্মদান ও দুগ্ধপান করা কেবল মায়েরাই করে থাকে। এতে পিতার কোনো অংশদ্বারীত্ব নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মাকে তিনগুন বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এরপরের ক্ষেত্রগুলোতে পিতা-মাতার সমান অবদান থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ

অনুবাদঃ আর আমরা মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।

(সূরা লোকমান, আয়াত ১৪)

মাতার মর্যাদা ৩ গুন বেশীঃ

মা সন্তানের প্রতি অত্যান্ত দয়ার্দ ও স্নেহাশীল হওয়ার কারনে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্নিত তিনি বলেন, "এক মহিলা আয়েশা (রাঃ) এর কাছে এলে তিনি তাকে ৩ টি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দুটিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দুটি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকালো এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইলো। মা খেজুরটি ২ টুকরা করে প্রত্যেক কে অর্ধেক অর্ধেক করে দিলো। নবী (সাঃ) ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে ? সে তার ছেলে দুটির প্রতি দয়া পরবশ হওয়ার কারনে আল্লাহ তার প্রতি দয়া পরবশ হয়েছেন।"

তিনটি কারনে মায়ের মর্যাদা পিতা অপেক্ষা ৩ গুন বেশী –

১. গর্ভধারন

২. কষ্টের পর কষ্ট বরন এবং

৩. দুইবছর যাবত বুকের দুধ খাওয়ানো

<u>পিতা-মাতার সেবা করাঃ</u>

পিতামাতা একসময় বৃদ্ধ হয়ে যান। তারা শিশুদের মত সন্তানের খেদমতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় পিতামাতার খেদমত করা সন্তানের জন্য আবশ্যক। এতে সন্তান যেমন দুনিয়াবী প্রশান্তি ও পরকালীন কল্যান লাভ করবে তেমনি পিতামাতাও সুখে থাকবেন এবং সন্তানের জন্য দুয়া করবেন। নানাভাবে পিতামাতার সেবা করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা উত্তম কথা ও কাজের মাধ্যমে বা তাদের প্রতি খরচ করার মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ তা’আলা বহু স্থানে তাদের সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ اِحۡسٰنًا ؕ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ كُرۡهًا وَّ وَضَعَتۡهُ
كُرۡهًا ؕ وَ حَمۡلُهٗ

অর্থঃ আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে

(সুরা আহ্বকাফ, আয়াত ১৫)

<u>শেষ বয়সে পিতামাতাকে সঙ্গ দেয়াঃ</u>

যৌবনের উদ্যমতা ও কর্মচঞ্চল বয়সসীমার চৌহদ্দি মাড়িয়ে একসময় পিতামাতাও বার্ধক্যে উপনীত হয়। এইসময় তারা শিশুমনা হয়ে যান। ফলে তারা শিশুদের মত সঙ্গ চান। শিশুরা যেমন পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে খেলতে, ঘুরতে বা বেড়াতে চায়, তেমনি বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতাও সঙ্গ চায়, ঘুরতে চায়, আত্মীয়-স্বজনের বা সন্তানের সাক্ষাত চায়। এসময় সন্তানের জন্য আবশ্যক হলো তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদেরকে নিজের কাছে রাখা। এসময় তাদেরকে সঙ্গ দিলে বরকত লাভ করা যায়। বৃদ্ধ মানুষ পৃথিবীতে আছে বিধায় এ ধরা কল্যান ও বরকতময়। রাসূল (সাঃ) বলেন, প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যান, বরকত রয়েছে। (ইবনু হিববান, হাদিস-৫৫৯, সনদ সহীহ)

ইসলামে বৃদ্ধ পিতামাতার খিদমত ও সেবা করার ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ননা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নীত তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) বলেন, তার নাক ধুলায় ধূসরীত হোক (৩ বার)। বলা হলো, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যাক্তি তার পিতামাতা উভয়কে বা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না।

অন্যত্র রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমরা আমাকে দূর্বলদের মাঝে খোজ কর। কেননা তোমাদের মাঝে যারা দূর্বল তাদের উসিলায় তোমরা রিজিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাকো। (নাসাঈ, হাদিস-৩১৭৯, সনদ সহীহ)

অমুসলিম পিতামাতার সেবা করাঃ

পিতামাতা অমুসলিম হলেও তারা জন্মদাতা। তাদের স্নেহ-ভালোবাসায় সন্তান বড় হয়ে উঠে। সেজন্য তাদের সাথে সর্বাবস্থায় সদাচরন করতে হবে। তারা আল্লাহ ও রাসূল বিরোধী কোন আদেশ না করলে তাদের সাথে সদ্ব ব্যাবহার করতে হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اَلنَّبِیُّ اَوۡلٰی بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ مِنۡ اَنۡفُسِہِمۡ وَ اَزۡوَاجُہٗۤ اُمَّہٰتُہُمۡ ؕ وَ اُولُوا الۡاَرۡحَامِ بَعۡضُہُمۡ اَوۡلٰی بِبَعۡضٍ فِیۡ کِتٰبِ اللّٰہِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُہٰجِرِیۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَفۡعَلُوۡۤا اِلٰۤی اَوۡلِیٰٓئِکُمۡ مَّعۡرُوۡفًا ؕ کَانَ ذٰلِکَ فِی الۡکِتٰبِ مَسۡطُوۡرًا

অর্থঃ নবী (মুহাম্মদ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগন তাদের (মুমিনদের) মা। আর আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয়গন পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজীরগনের চাইতে। তবে তোমরা যদি বন্ধুগনের প্রতি সদাচরন করো তাতে বাধা নেই। আর এটাই মূল কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে (যার কোন নড়চড় হয় না) (সুরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

<u>পিতামাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তমঃ</u>

দ্বীন রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদে যেতে হয়। আর আল্লাহর পথে জিহাদের ফজিলত কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই ফজিলতপূর্ন আমলের উপর পিতামাতার সেবাকে অগ্রাধীকার দেয়া হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্নীত, তিনি বলেন এক ব্যাক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকটে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি ? সে বললো, হ্যাঁ। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তাহলে তাদের খিদমতের চেষ্টা করো। (বুখারী, হাদিস-৩০০৪)

হাফেজ ইবনু হাযার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো, তোমার পিতামাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতের সর্বোচ্চ চেষ্টা করো। কারন এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনু আস (রাঃ) হতে বর্নীত তিনি বলেন, এক ব্যাক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকটে এসে বললো আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়ার গ্রহন করবো। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরষ্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি ? সে বললো বরং উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় আশা করছো ? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দুজনের সঙ্গে সদাচারনপূর্ন জীবনযাপন কর।

<u>পিতামাতার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টিঃ</u>

সন্তানের নিকট মায়ের যেমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তেমনি পিতারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পিতা যদি কোন বৈধ কারনে সন্তানের উপরে অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। কারন একজন সন্তানকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে পিতার আর্থিক ও মানষিক অবদান রয়েছে। যেমন হাদিসে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্নীত, তিনি নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ননা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে।

(তিরমিযী, হাদিস - ১৮৯৯)

অন্য বর্ননায় রাসূল (সাঃ) বলেছেন, পিতার আনুগত্য তে আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে।

(তাবারানী, মু'জামুল আওসাত্ব, হাদিস ২২৫৫)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফি বলেন, মাতা ও এর মধ্যে সামিল বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ।

পিতামাতার সেবা করার কতিপয় উদাহরন

<u>হযরত ইবরাহীম আঃ এর উদাহরনঃ</u>

পিতা মুশরীক হওয়া স্বত্তেও ঘৃনা বা অবজ্ঞা না করে বরং অত্যন্ত নরম ও ভদ্র ভাষায় পিতার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যাবহারের উদাহরন উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহর তা'আলা বলেন,

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰۤـاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَ لَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔـا
٤٢ يٰۤـاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا ٤٣ يٰۤـاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ٤٤
يٰۤاَبَتِ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ٤٥

অর্থঃ যখন সে তার পিতাকে বলেছিল, 'হে আমার পিতা! আপনি কেন এমন জিনিসের 'ইবাদাত করেন যা শুনে না, দেখে না, আর আপনার কোন কাজেই আসে না? হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি, কাজেই আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের 'ইবাদাত করবেন না, শয়তান হচ্ছে দয়াময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, দয়াময়ের 'আযাব আপনাকে ধরে বসবে, তখন আপনি শয়তানের বন্ধু হয়ে যাবেন।

(সূরা মারইয়াম, আয়াত ৪২-৪৫)

হযরত ঈসা আঃ এর উদাহরনঃ

ঈসা (আঃ) মায়ের সেবা করতেন। তিনি শিশুকালেই সবার সামনে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মায়ের সাথে সদাচরন করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এরপরেই বলছেন, আল্লাহ আমাকে অহংকারী ও হতভাগ্য করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে অহংকার রয়েছে সে পিতামাতার সেবা করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তা’আলা পিতামাতার খেদমতকারী হিসেবে ঈসা (আঃ) এর নাম উল্লেখ করার পর তার অহংকারী না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন, ঈসা (আঃ) বলেছিলেন,

كُنْتُ ۠ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۠ وَّبَرًّۢا بِوَالِدَتِىْ ۠ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا

অর্থঃ তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন আর আমাকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন- যতদিন আমি জীবিত থাকি। আর (তিনি আমাকে করেছেন) আমার মাতার প্রতি সদয়, তিনি আমাকে দাম্ভিক হতভাগ্য করেননি।

(সূরা মারইয়াম, আয়াত ৩২)

পিতামাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করনীয়

পিতামাতার মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরন পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতামাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দুয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অসিয়ত পুরন করা, তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যাবহার করা, মানত পূর্ন করা, ঋন পরিশোধ করা, কাজা সাওম পালন করা, বদলি হজ্জ্ব আদায় করা ও দান সদাকা করা ইত্যাদি। যেমন হাদিসে এসেছে,

আবু উসায়ীদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (সাঃ) এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম এসময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যাক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যাবহার করার কোন অবকাশ আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ৪ টি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দুয়া করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ন করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যাবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও তাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা।

(আবু দাউদ, হাদিস - ৫১৪২)

<u>সন্তানের প্রার্থনার কারনে পিতামাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়ঃ</u>

পিতামাতার জন্য সন্তার একটি বড় নেয়ামত। তাই সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে সে যেমন পিতামাতার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে তেমনি পরকালেও নাজাতের কারন হবে। যেমন হাদিসে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নীত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। এঅবস্থা দেখে সেই বান্দা বলবেন হে আল্লাহ! আমার মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হলো ? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফেরাত কামনা করার কারনে।

(ইবনু মাজাহ, হাদীস - ৩৬৬০)

আল্লামা ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদীস টি এটাই প্রমান করে যে, ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা বড় বড় পাপও মোচন করা হয়।
(মিশকাত, হাদীস – ২৩৭৮)

পিতামাতার সাথে অসদাচরনের ভয়াবহ পরিনতি

দুনিয়ায় ভয়াবহ পরিনতিঃ

পিতামাতার সাথে খারাপ আচরন করলে বা তাদেরকে কোনভাবে কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার উপরে দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। শাস্তির ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন জীবন ও জীবিকায় বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এছাড়াও কর্মে সফল না হওয়া মানসিকভাবে কষ্টে থাকা ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে,

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্নীত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে লোক দুটি মেয়ে কে বালেগা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে জান্নাতে অবস্থান করবো। একথা বলে তিনি নিজের হাতের মধ্যমা এবং তর্জনী একত্রিত করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। আর পাপের দুটি স্তর যার শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত প্রদান করা হয়। আর তা হল ব্যাভিচার এবং পিতামাতার অবাধ্যতা।

(ছহিহুল জামে’, হাদীস - ২০১০)

<u>পরকালে ভয়াবহ পরিনতিঃ</u>

পিতামাতার অবাধ্যতাকারী দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে পেয়ে গেলে পরকালে আর পেতে হয় না। কিন্তু পিতামাতার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে, দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে গেলেও ক্ষমা পাবে না। পরকালে আবার এর শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে –

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি না পড়া, নবী-রাসূল, সিদ্দিকিন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেন, প্রিয়নবী (সাঃ) বলেন, যে জান্নাতের হাওয়া পাঁচশত বছরের পথ অতিক্রম করে আসে। কিন্তু উপকার করার পর যে খোটা দেয়; যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে এবং যে ব্যাক্তি মদপানে অভ্যস্ত সে এই হাওয়ার পরশটুকুও পাবে না।

(তাবারানি, জামে সগির)

পিতামাতাকে গালি দেয়াঃ

পিতামাতাকে গালি দেয়া কবিরা গুনাহ এবং এটি তাদের অবাধ্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণীত রাসুল (সাঃ) বলেন, কবীরা গুনাহ সমূহের একটি হল নিজ পিতামাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগন বলেন কেও কি নিজ পিতামাতাকে গালি দিতে পারে ? তিনি বলেন, 'সে অন্যের পিতামাতাকে গালি দিবে, ফলে ঐ ব্যাক্তি তার পিতামাতাকে গালি দিবে'।

(সহীহ বুখারী, হাদিস – ৫৯৭৩)

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যখন কোন ব্যাক্তি তার পিতাকে গালি দিবে এবং এক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে তখন তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যাবে'।

(মাজমূ'উল ফাতওয়া, ১১/৪৯২)

আরেকটি হাদিসে এসেছে, আলী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল যে রাসূল (সাঃ) কি আপনাকে বিশেষ কিছু বলেছেন যা অন্য কাওকে বলেননি ? তখন তিনি একটি কাগজ বের করলেন যেখানে লিখা ছিলো, 'যে ব্যাক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহর লানত। যে ব্যাক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরী করে তার প্রতি আল্লাহর লানত। যে ব্যাক্তি তার পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহর লানত। যে ব্যাক্তি বিদআতি কে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর লানত।'

(আদাবুল মুফরাদ, হাদীস – ১৭)

<u>পিতামাতাকে অস্বীকার করাঃ</u>

পৃথিবীতে মানুষ আসার একমাত্র মাধ্যম পিতামাতা। অনেকে ভালো চাকুরী করার সুবাদে বা অন্য কোন কারনে বাবা-মায়ের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। কেউবা বাবামাকে অস্বীকার করে বসে। এগুলা ইসলামী শরী'আতে হারাম ও কবীরা গুনাহ। বরং কেও বাবামাকে অস্বীকার করলে তার স্থান হবে জাহান্নামে। যেমন হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নীত, রাসূল (সাঃ) বলেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যাক্তি যে কোন ব্যাক্তির নিন্দা করলো। অতঃপর সে(জওয়াবে) পুরো বংশের নিন্দা জ্ঞাপন করলো এবং ঐ ব্যাক্তি যে তার পিতৃ পরিচয়কে অস্বীকার করলো (অর্থাৎ তার পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো) এবং তার মাতাকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিলো।'

(ইবনু মাজাহ, হাদীস – ৩৭৬১)

সাদ (রাঃ) হতে বর্নীত রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যাক্তি অন্যকে নিজের পিতাকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।'

(সহীহ বুখারী, হাদিস – ৬৭৬৬)

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্নীত রাসূল (সাঃ) বলেন,'তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। কারন যে লোক তার পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো(অস্বীকার করলো) সে কুফুরী করলো।'

(সহীহ মুসলিম, হাদিস – ৬২)

আবু যার (রাঃ) হতে বর্নীত রাসূল (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যাক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যাক্তিকে নিজের পিতা বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে।'

(সহীহ আত-তারগীব, হাদীস – ১৯৮৮)

এসকল হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয় যে, পিতামাতাকে অস্বীকার করা কবীরা গুনাহ, যার কারনে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। এজন্য পিতামাতা যেই মর্যাদার অধিকারী হোন, যে কর্ম বা যে পেশার হোন তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং তাদের পরিচয় প্রদানে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হওয়া যাবে না।

পিতামাতার প্রতিদানঃ

পিতামাতা যে কষ্ট করে সন্তান লালন পালন করেন, তার প্রতিদান কেও দিতে পারে না। এমনকি মায়ের এক ফোটা দুধের ঋন শোধ করাও অসম্ভব। গর্ভকালীন মায়ের একটি দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ও কোন সন্তান শোধ করতে পারবে না। কিন্তু ভালোর প্রতিদান ভালো কাজ দিয়ে হওয়া উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

অর্থঃ উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?

(সূরা আর-রহমান, আয়াত ৬০)

দাসত্ব বরনকারী পিতামাতাকে মুক্ত করলেও পিতামাতার অধিকার আদায় হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নীত রাসূল (সাঃ) বলেন, 'সন্তানের পক্ষে তার পিতাকে প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হতে পারে।'

(মুসলিম, হাদীস-১৫১০)

আরেকটি হাদীসে এসেছে, আবু বুরদা (রহঃ) থেকে বর্নীত তিনি বলেন, আমি আবি ইবনে ওমর (রাঃ) এর সাথে ছিলাম। ইয়েমেনের এক ব্যাক্তি তার মাকে পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিলো আর বলছিলো, 'আমি তার জন্য অনুগত উঠতুল্য। আমি তার পা'দানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি। অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ) কে বললো, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন ? তিনি বলেন না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি।' (আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস-১১)

অন্য আরেকটি বর্ননায় এসেছে, হাসান হতে বর্নীত তিনি বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) দেখলেন, জনৈক ব্যাক্তি তার মাকে কাঁধে বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালীন সময়ে বলছে, হে মা! তুমি কি মনে কর আমি তোমার প্রতিদান দিতে পেরেছি ? ইবনু ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন, হে নগন্য! এ জন্মের সময়কার একটি কষ্টের সমানও নয়।

(আখবারে মাক্কাহ, হাদীস – ৬১৫)

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্নীত তিনি বলে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যাক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যাক্তি আল্লাহর নামে ভিক্ষা চায়, তাকে ভিক্ষা দাও। যে ব্যাক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যাক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যাবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না পেলে, তার জন্য দুয়া করতে থাকো যতক্ষন না তোমরা বুঝতে পারো, যে তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।'

(আবু দাউদ, হাদীস – ১৬৭২)

অমুসলিম পিতামাতার প্রতি করনীয়

<u>অমুসলিম পিতামাতাকে দান করাঃ</u>

অমুসলিম পিতামাতার জন্য মুসলিম সন্তান খরচ করবে। তাদের প্রয়োজনে নগদ অর্থ প্রদান করবে। তবে তাদেরকে যাকাতের মাল থেকে দেয়া যাবে না। কারন তারা মুশরিক। আর মুশরিক যাকাতের হকদার নয়। অমুসলিমকে সাধারন দান-খয়রাত করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) এর কাছে জনৈক ইহুদি মহিলা ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ভিক্ষা দেন।

(বুখারি, হাদিস - ১০৪৯)

পিতামাতা হিসেবেও তাদেরকে যাকাতের মাল থেকে দেয়া যাবে না। কারন সন্তানের জন্য আবশ্যক হলো তাদের যাবতীয় খরচ বহন করা। ইমাম আবু দাউদ 'অমুসলিমদের উপরে ছাদাক্বাহ করার বিধান' অনুচ্ছের রচনা করে আসমা হাদিসটি বর্ননা করেন।

আসমা (রাঃ) হতে বর্নীত, তিনি বলেন 'আমার মাতা, যিনি ইসলামের প্রতি বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন (কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা আমার নিকটে এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলামের বৈরী মুশরিক। এখন আমি কি তাকে কিছু দান করার মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করবো ? তিনি বলেন, হ্যাঁ তুমি তোমার মাতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।'

(আবু দাউদ, হাদীস – ১৬৬৮)

অমুসলিম পিতামাতার হেদায়াতের জন্য দোয়া করাঃ

সাধারনভাবে অমুসলিমদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা কর্তব্য। রাসূল (সাঃ) আবু জাহেল বা ওমরের হেদায়াতের জন্য, আবু হুরায়রার মায়ের হেদায়াতের জন্য, দাউস সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য, ছাক্বিফ গোত্রের হেদায়াতের জন্য এবং ইহুদি খ্রিস্টান দের হেদায়াতের জন্য দোয়া করেছিলেন।

(বুখারী, হাদিস - ২৯৩৭)

কারন কারো দাওয়াত বা দোয়ার মাধ্যমে কেও হেদায়াত হলে সেটি লাল উট কুরবানী করা অপেক্ষা উত্তম।

(আবু দাউদ, হাদিস – ৩৬৬১)

আর পিতামাতা সবচেয়ে কাছের মানুষ। কাজেই পিতামাতা পমুসলিম থেকে জাহান্নামে যাবে এটি কোন সন্তানের কাম্য নয়। সেজন্য অমুসলিম পিতামাতার সাথে সদাচরনের পাশাপাশি তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করা উচিৎ।

আবু কাছীর থেকে বর্নীত, আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ননা করেছেন যে, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতাম, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে রাসূল সম্পর্কে খারাপ কথা বলেন। একথা শুনে আমই কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (সাঃ) কে সব বললাম। তিনি তখন দুহাত তুলে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান করেন।'

এরপরে আমি খুশীমনে বাড়ি ফিরে গেলাম এবং আমার রাসূল (সাঃ) এর দোয়ার প্রভাবে আমার মা কালিমা পড়ে মুসলিম হয়ে গেলেন।

অমুসলিম পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাঃ

অমুসলিম পিতামাতা মৃত্যুবরন করলে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা যাবে না কারন তারা নিশ্চিত জাহান্নামী। আর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পরে আর দোয়া করে লাভ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

অর্থঃ নবী ও মুমিনদের জন্য উচিৎ নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে তারা নিশ্চিতভাবে জাহান্নামের অধিবাসী।

(সূরা তাওবাহ, আয়াত ১১৩)

আলী (রাঃ) বলেন, আমি এক ব্যাক্তিকে তার মুশরিক পিতামাতার (মৃত) জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে দেখলাম। আমই তাকে বললাম, যে তুমি কি তোমার মুশরিক পিতামাতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছো ? সে বলল, ইবরাহীম (আঃ) কি তার পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি, অথচ তার পিতা ছিলো মুশরিক ? আমি বিষয়টি নবী (সাঃ) এর নিকটে উল্লেখ করলাম। তখন সূরা তাওবার, ১১৩ নাম্বার আয়াতটি

অবতীর্ন হয়।

অমুসলিম পিতামাতাকে দাফন করা এবং তাদের কবর জিয়ারত করাঃ

অমুসলিম পিতামাতা মারা গেলে তাদের দাফনের ব্যাবস্থা করা সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে মুসলিম সন্তান তাদেরকে গোসল দিতে পারবে না, কাফনের কাপড় পরাবে না, তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে না এবং জানাযার সালাতের ব্যাবস্থা করবে না।

(ছহীহাহ, হাদীস – ১৬১)

অমুসলিম পিতামাতার কবর জিয়ারত করা জায়েজ। কারন তারা অমুসলিম হলেও জন্মদাতা পিতামাতা। সেজন্য ইসলামী শরীআত মুশরীক পিতামাতার কবর জিয়ারত করার অনুমতি দিয়েছে। এতে তাদের উপকার হবে না। কিন্তু জিয়ারতকারীর উপকার হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্নীত তিনি বলেন, ‘নবী করীম (সাঃ) তার মায়ের কবর জিয়ারত করতে গেলেন। তিনি কাঁদলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন। তিনি বললেন, আমি আমার প্রভুর নিকট মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তখন আমি তার কবর জিয়ারত করার অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হল। অতএব তোমরা কবর জিয়ারত করো কারন কবর জিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরন করিয়ে দেয়।

(মুসলিম, হাদীস – ৯৭৬)

উপসংহার

কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বিশ্লেষনের আলোকে বুঝা গেলো যে, পিতামাতার মর্যাদা অপরিসীম। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। অথচ অনেক সন্তান তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কেউবা পিতামাতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবার কেউ নেশাগ্রস্থ হয়ে তাদের কে মারধোর করে। আবার কেউ মাকে বেধে রেখে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করছে, যা পুরো মানবজাতীকে কলঙ্কিত করছে। কিন্তু ইসলাম ধর্মে পিতামাতার মর্যাদা অনেক উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। যে পিতামাতার কারনে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই পিতামাতাকে যারা কষ্ট দেয় তারা আর যাই হোক মানবিক বোধ সম্পন্ন নয়। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শুনে না। ওরা হল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। ওরা হল উদাসীন। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী (আরাফ, ৭/১৭৯)। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে ? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট' (ফুরক্বান, ২৫/৪৪)। সর্বাবস্থায় পিতামাতার সাথে সদাচরন করতে হবে। অন্যথা দুনিয়ায় অশান্তি এবং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতামাতাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। পিতামাতার কষ্ট পাওয়া সন্তানের জন্য বদদো'আ পাওয়ার সমতূল্য। সেজন্য পিতামাতা যেনো কোনভাবেই কষ্ট না পান সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পিতামাতার সাথে সদাচরনের মাধ্যমে তাদের দো'আর আশা করতে হবে। তাদের ভালো দো'আ সন্তানের জন্য অফুরান কল্যাণের কারন হবে। পিতামাতার খেদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করার তৌফিক দান করুন-আমীন!